১৪=

"ক্যারিয়ারে অবদান হতে সংস্কৃতি চর্চার গুরুত্ব"

নাম: মোছাঃ কনক জাহান

প্রতিষ্ঠান: জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়
গাংনী, মেহেরপুর

শ্রেণি: দশম

রোল: ১৩

১৪

"ক্যারিয়ারে সফল হতে সংস্কৃতি চর্চার গুরুত্ব"

ভূমিকা:

বিশ্বায়ন হলো আধুনিক বিশ্বের একটি প্রক্রিয়া যা রাষ্ট্র ও সম্প্রদায়ের পুরানো কাঠামো ও সীমানাকে ক্রম-অবলুপ্ত করে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, কথায় আছে-

> "নিজেকে সফল ক্যারিয়ার গড়তে
> সংস্কৃতি চর্চার কোনো বিকল্প নেই।"

ক্যারিয়ার এবং সংস্কৃতি এই দুটি প্রক্রিয়ায় চলমান। তাই এই চলমান প্রক্রিয়া থেকে একজন দক্ষ মানব-সম্পদ হিসেবে আমরা কেউই এর বাইরে না। বর্তমান বিশ্বে নিজেকে স্মার্ট নাগরিক হিসেবে প্রমাণ করার জন্য ক্যারিয়ার সফল হতে সংস্কৃতি চর্চার উপরে আমাদের সকলকেই গুরুত্ব দিতে হবে।

ক্যারিয়ার : এক ব্যক্তি সারাজীবন ধরে যেসব পদ অধিষ্ঠিত থাকে সেসব কাজের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে ব্যক্তির মনভাবের ক্রম ধারাকে জীবনপায় বা ক্যারিয়ার বলে। রিকি ডব্লিউ গ্রিফিন এর মতে, "ক্যারিয়ার হল মানুষের কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতা, মনোভাব ও আচরণ"।

সংস্কৃতি : সমাজে সংস্কৃতি একটি প্রাচীন ধারণা। মানব সমাজে সংস্কৃতি সামাজিক জীবনযাত্রার দিক-নির্দেশ করে। তাই মানবসমাজের একটি অন্যতম উপাদান হলো সংস্কৃতি বা কৃষ্টি। ব্যাপক অর্থে মানুষের জীবন যাত্রার প্রণালী বা জীবন ধারণাকেই সংস্কৃতি বলে। অধ্যাপক ম্যাকাইভারের মতে, "Culture is what we are."

কর্ম হচ্ছে তৃপ্তি ও অন্য মনোবল। শিক্ষা অবনত হতে, শিক্ষায় আবার আত্মবিশ্বাসী হতে শেখায়, কর্ম বাড়ায় বুদ্ধি তাইতো কর্ম ও শিক্ষা মিলেই উক্ত ব্যক্তি ভিত্তি মজবুত করে ক্যারিয়ার গঠনে সক্ষম হবেন।

আধুনিক বিশ্বায়নে ক্যারিয়ার ও সংস্কৃতির অনস্বীকার্য:

বিশ্বায়ন মূলত ধনী বা শোষক দেশগুলোর দরিদ্র দেশের বাজার দখলের কৌশল। সংস্কৃতি আধিপত্য প্রয়াসমাত্র। ইউনেস্কোর সাবেক মহাপরিচালক জেনেস্ ডল ফেলসনের বলে ছিলেন, এটা মেনে নেওয়া অসম্ভব, যে পৃথিবীতে অস্ত্রের পেছনে বছরে ৮০০ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করতে পারে, প্রতিটি শিশুকে শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজন ছয় বিলিয়ন মার্কিন ডলার জোগাড় করতে পারে না। ফলে মেধাবী শিশুরা তাদের ক্যারিয়ার নিশ্চিত করতে পারতো।

সুস্থ সংস্কৃতির মাধ্যমে গড়তে হবে আলোকিত মানুষঃ

বর্তমান সমাজ যে ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে তার থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে সমাজের আলোকিত মানুষকে সামনের দিকে এগিয়ে আসতে হবে। সব অপশক্তিকে প্রতিহত করার উপায়ই হলো সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা তাই সমস্ত অপশক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে প্রয়োজন সাহিত্য চর্চার কোনো বিকল্প নেই। তবেই আগামী দিনের শিশুরা তাদের সঠিক ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন।

"ক্যারিয়ার ঠিক রেখে এগিয়ে যাও সামনে সংস্কৃতি চর্চাকে তুমি ফেলতে পারো না পেছনে"।

শিক্ষা জীবনে ও কর্মজীবনে সংস্কৃতি চর্চা অনস্বীকার্যঃ

শিক্ষা মানুষকে জ্ঞানী করে, ধনী করে কিন্তু কর্ম মানুষকে নির্মাণ করে। শিক্ষা মানে চোখ বৃদ্ধি, বিচক্ষণতা, ধৈর্য আর

জীবনের শুরু থেকে ক্যারিয়ারের সফল হওয়া পর্যন্ত সংস্কৃতি চর্চার ইতিবাচক প্রভাব : একটা শিশু জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সংস্কৃতির চর্চার সাথে জড়িত থাকে। সংস্কৃতি বলতে আচার-আচরণ ইত্যাদি। সংস্কৃতি-ব্যতীত কেউ কোনো কিছু কল্পনা করতে পারে না। Oprah winfrey কাজে সফলতার ক্ষেত্রে বলেছেন - "you know you are on the road to success if you would do your job and not be paid for it."

ইতিহাস ও আধুনিকতায় সংস্কৃতি: আমরা সংস্কৃতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করি না; আমরা মূলত একটা নির্দিষ্ট সংস্কৃতিতে জন্মায়। সেখানে আমরা সকল কিছু ধারণ করে শিখে নিই।

প্রত্যেক মানবজীবনে ক্যারিয়ারের প্রয়োজনীয়তা ঃ ইতিহাসের যুগে থেকে শুরু করে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে ক্যারিয়ারের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। ক্যারিয়ার নিচের কিছু প্রয়োজনীয় দিক।

ক্যারিয়ার গঠনে বিভিন্ন সময় সিদ্ধান্তগ্রহণ করতে হয়। তাই মানবজীবনে প্রতিটা সিদ্ধান্তই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের জীবনযাত্রা, শৈলী, মান, উপার্জন জীবনের গতিময়তা নির্ধারিত হতে পারে। আমাদের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত শুধু জীবনের জন্য নয়, পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয় এবং বৈশ্বিক পর্যায়ে প্রভাবিত করে। যেহেতু ক্যারিয়ার সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই এ বিষয়ে ভালোভাবে চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে হবে।

ক্যারিয়ার ও সংস্কৃতি একে অন্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত:

সংস্কৃতি শব্দটা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়, শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে মান-মানসের পরিচ্ছন্নতা ও উৎকর্ষ বিধান নৈতিক চরিত্র ও মানসিক যোগ্যতার পরিবর্তন। এ থেকেই সংস্কৃতির অর্থ করা হয় অর্জিত কর্ম পদ্ধতি, পরিপূর্ণতা প্রাপ্তির লক্ষ্যে ক্যারিয়ার গড়তে হবে। তাই উন্নত এবং টেকসই বাংলাদেশ বিনির্মাণে সকল ক্যারিয়ার এবং সংস্কৃতি চর্চার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

বাংলাদেশ বর্তমান সরকার সংস্কৃতিসহ সকল ক্যারিয়ারকে প্রাধান্য দিচ্ছে: বাংলাদেশ হলো মধ্যম আয়ের দেশ। আর এই মধ্যম আয়ের দেশকে আরও উন্নত দেশে পরিণত করতে হলে অবশ্যই আমাদেরকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। আর এই শিক্ষায় মানুষকে মানব সম্পদে রূপান্তরিত করতে পারে। মানবসম্পদে রূপান্তর করতে হলে তাকে

অবশ্যই প্রথমে ব্যারিস্টারে সফল হতে হবে। আর এই সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে ব্যারিস্টার গড়া সম্ভব না। তাইতো অর্থনীতি বা যে কোনো খাতেই বর্তমান সরকার সংস্কৃতিমনস্ক সফল ব্যারিস্টারকে প্রাধান্য দিচ্ছেন।

উপসংহার: "ব্যারিস্টার হতে হলে সফল
তোমাকে লাগবেই সংস্কৃতি চর্চার সুফল।"
একটি দেশের চালিকা শক্তি হলো সেই দেশের আগামী প্রজন্ম। এই প্রেক্ষাপটে আগামী প্রজন্মকে সুস্থ সংস্কৃতি মনস্ক এবং ব্যারিস্টার গঠনে উৎসাহিত করা প্রয়োজন তাই সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ দমনে একটি দেশের সংস্কৃতি জাগরণের পাশাপাশি ব্যারিস্টার গঠনে সাহায্য করতে হবে। যার ফলে আগামী প্রজন্ম সফল লক্ষ্যে পৌঁছাবে এবং পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র উপকৃত হবে।